দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

02

জাতীয় গ্রন্থনীতি

সরকার শীগগীরই একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই গ্রন্থনীতির খসড়া প্রণীত হয়ে গেছে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে এই খসড়া নীতি চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বুধবার দৈনিক বাংলায় এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উন্নত বিশ্বসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই জাতীয় গ্রন্থনীতি থাকলেও বিগত বিশ বছরে বাংলাদেশে কোন গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষা ও নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যেমন সুস্পষ্ট গ্রন্থনীতি দরকার, তেমনি দেশীয় পুস্তক ব্যবসায়ীদের স্বার্থেও একটি গ্রন্থনীতি আবশ্যক। দেশের বই প্রকাশকরা দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থনীতি প্রণয়নের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। উপরন্তু, এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের পথ অনেকটা রুদ্ধ হচ্ছে, বাংলাদেশে বিদেশী বাংলা ও অন্যান্য বইপত্রের বাজারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উপনিবেশ সৃষ্টিরও পাঁয়তারা চলছে।

জাতীয় গ্রন্থনীতি নেই বলে বই আমদানির ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটছে। ভারত থেকে অবাধে শিশুতোষ-শিশুপাঠ্য বই থেকে শুরু করে কুরুচিপূর্ণ বই-পত্র আমদানি করা হচ্ছে। বৈধ-অবৈধ পথে এসব বইয়ের অধিকাংশই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের এবং জাতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সৃজনশীল সাহিত্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্পাদক ওসমান গনি বলেছেন, কলকাতার বইয়ে বাংলাদেশী বাজার ছেয়ে আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কলকাতার তথা ভারতের সবচেয়ে বড় বাজার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশ প্রতিবছর ভারত থেকে ১৮ কোটি টাকার বই আমদানি করলেও রপ্তানি করছে মাত্র ২০ লক্ষ টাকার বই। বেসরকারী হিসাবে এবং অবৈধ পথে আমদানির পরিমাণ সরকারী হিসাবের দ্বিগুণ। ভারত থেকে আমদানিকৃত এসব বইয়ের প্রায় সবই অপ্রয়োজনীয় এবং আমাদের নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের পরিপন্থী।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম জানান, প্রস্তাবিত গ্রন্থনীতিতে পুস্তক প্রকাশ, মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন, পাঠক সমাজের হাতে সুলভে বই তুলে দেওয়াসহ সকল বিষয় বিবেচনায় আনা হচ্ছে। এতে দেশের খ্যাতিসম্পন্ন লেখক কবি-সাহিত্যিক এবং নবীন কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদানের একটা জাতীয় কমিটমেন্ট থাকবে। এ বিষয় নিয়ে সকল মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করা হচ্ছে। বই কেনা ও বিপণনের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হচ্ছে অনুকূল নীতিমালা। সরকারের এই উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। আমরা সমতার ভিত্তিতে ও সম্মানজনকভাবে সাংস্কৃতিক লেনদেনের পক্ষপাতী এবং উন্নতমানের বিদেশী বই পড়ার বিরোধী নই। কিন্তু আমরা বলতে চাই, অবাধে এবং গুণাগুণ ও মান বিচার না করেই ভারতীয় বই বিপুল সংখ্যায় আমদানির ফলে আমাদের প্রকাশনা শিল্প ও সৃষ্টিশীলতার পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। নিজস্ব প্রকাশনা শিল্প বিকাশ লাভ না করায়, দেশী বই-পত্র প্রকাশ ও বিক্রির ব্যাপারে প্রকাশনা সংস্থা ও ব্যবসায়ী-বিক্রেতাদের আগ্রহ হ্রাস পাওয়ায় দেশের লেখকরা বিশেষত তরুণ লেখকরা বই প্রকাশ করতে হিমশিম খাচ্ছে, প্রতিভার বিকাশও হচ্ছে বাধাগ্রস্ত।

বই যখন জ্ঞানের আধার, তখন তা জাতির মনন বিকাশের জন্য নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। প্রয়োজনে সে-ক্ষেত্রে বই আমদানিও করতে হয়। কিন্তু বিদেশী বই যখন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার এবং নিজস্ব ভাষা ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের প্রতিবন্ধক তখন সে আগ্রাসন রোধ করা ও নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা জরুরী প্রয়োজন। পৃথিবীর মর্যাদাবান জাতিসমূহ ব্যাপকভাবে বই আমদানি করার চেয়ে সংশ্লিষ্ট বইটি নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এতে স্বদেশীয় প্রকাশনা শিল্প যেমন বিকশিত হয়, তেমনি নিজস্ব ভাষায় জ্ঞানার্জনের পথও সুগম হয়। বলতে গেলে কোন ইংরেজি ভাষাভাষী দেশ অন্য কোন ইংরেজি ভাষার বই আমদানি করে না, বরং তা নিজ দেশে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এতে বাজারে প্রতিযোগিতায় নিজস্ব প্রকাশনা শিল্প আমদানিকারকদের হাতে মার খায় না। বিদেশী বই-বিশেষত বাংলা বই আমদানির প্রশ্নে আমাদের এসব বিষয়ও ভেবে দেখা দরকার।

জাতীয় গ্রন্থনীতির আরও একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশে ব্যাপকভাবে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা। এটিও জাতীয় গ্রন্থনীতির একটি বড় দিক। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য সকলকে জ্ঞান-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। স্বাধীনতার বিশ বছরে আমরা এই প্রক্রিয়ায় বরাবরই ঘাটতি লক্ষ্য করেছি। ধারণা করি, পাঠাভ্যাস কিছুটা কমেছেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পত্র পাঠের ক্ষেত্রে তো বটেই। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাসা ভাসা জ্ঞান ও কথার প্রবণতা বেড়েছে, সত্যের অপলাপ ঘটছে দেদার। পাঠাভ্যাস হ্রাসের অন্যতম কারণ রেডিও-টিভি ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক প্রসার। জাতিকে সঠিক ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড় করানোর জন্য এই প্রবণতা দূর করতে হবে। শৈশব থেকেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের অধিক পাঠে বিশেষত গ্রন্থপাঠে মনোযোগী করে তুলতে পারলে সামগ্রিকভাবে তা মেধার বিকাশ ও জাতির মর্যাদা অর্জনের পথ প্রশস্ত করবে। দেশী বই ক্রয় ও পাঠের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে উৎসাহিত করা হলে বই-পত্রের কাটতি যেমন বাড়বে, তেমনি প্রকাশকদের বই-পত্র প্রকাশের আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে। সরকারী অর্থে পরিচালিত ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন গণগ্রন্থাগারে দেশী বই কেনা বাধ্যতামূলক করে এবং বই-পত্র কেনার সংখ্যা ও অর্থ বাড়িয়ে সরকার এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার উপরোক্ত বাস্তবতা ও সামগ্রিক নিরিখেই জাতীয় গ্রন্থনীতি চূড়ান্ত করবেন।